গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-খাদুব্যম/ত্রাক-৩/৩৭-নীতিমালা/২০০৯/৩২৬

তারিখঃ ২২ শ্রাবণ, ১৪১৬ / ০৬ আগস্ট, ২০০৯

পরিপত্র

বিষয়ঃ ঢেউটিন বরাদ্দ/বন্টনের নীতিমালা।

দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা **প্রশাসকগণের** অনুকূলে থোক হিসেবে ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকান্ড, বন্যা, ভূমিকম্প, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ এবং এলাকার লোক সংখ্যার ভিত্তিতে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ঢেউটিন বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। জেলা প্রশাসক বরাদ্দকৃত ঢেউটিন বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য এর সাথে পরামর্শক্রমে প্রকৃত বরাদ্দ প্রাপক নির্ধারণ করবেন। ঢেউটিন বরাদ্দ/বন্টনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করতে হবেঃ-

১। ঘূর্ণিঝড়/অগ্নিকান্ড/বন্যা/নদীভাঙ্গন/জলোচ্ছ্বাস/ভূমিকম্প ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাসগৃহের/ স্ব-নির্মিত দোকানের/ওয়ার্কশপের মেরামত/পুনঃনির্মাণের জন্য পরিবারপ্রতি ২-৩ বান্ডিল ঢেউটিন নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে বরাদ্দ করা যেতে পারেঃ-

(ক) দরখাসত্ম/আবেদনপত্র সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভার মেয়র/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে;
(খ) সাধারণভাবে কোন পরিবারের প্রধানকে ৩ (তিন) বান্ডিলের বেশী ঢেউটিন প্রদান করা যাবে না;
(গ) দরখাস্তকারীর বাড়ী/দোকান/ওয়ার্কশপ মেরামত/নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ করিবার জন্য নিজস্ব জমি থাকতে হবে।

২। অনুর্ধ ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা মাসিক আয়ের লোকদের গৃহনির্মাণ সহায়তার জন্য ও দেশের সামাজিক কাঠামো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে ২-৩ বান্ডিল ঢেউটিন বরাদ্দ করা যেতে পারেঃ-

(ক) দরখাসত্ম/আবেদনপত্র সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভার মেয়র/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে;
(খ) সাধারণভাবে কোন পরিবারের প্রধান/কর্তাকে ১০ (দশ) বৎসরের মধ্যে ৩ (তিন) বান্ডিলের বেশী ঢেউটিন প্রদান করা যাবে না।
(গ) দরখাস্তকারীর বাড়ী করিবার জন্য নিজস্ব জমি থাকতে হবে।

৩। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন-স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/এতিমখানা/মসজিদ/মন্দির/গির্জা/পাঠাগার ইত্যাদির জন্য এককালীন ২-৭ বান্ডিল ঢেউটিন নিম্নোক্তশর্ত সাপেক্ষে বরাদ্দ করা যেতে পারেঃ-

(ক) দরখাসত্ম/আবেদনপত্র সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভার মেয়র/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে ;
(খ) কোন অবসহাতেই ১০ (দশ) বৎসরের মধ্যে কোন কলেজ ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৫(পনের) বান্ডিল এবং জুনিয়র স্কুল ও মাদ্রাসা /এতিমখানায় ১০ (দশ) বান্ডিলের বেশী ঢেউটিন বরাদ্দ করা যাবে না।

৪। (ক) প্রতি অর্থ বছরে দেশে যে পরিমাণ ঢেউটিন এর প্রয়োজন অনুমিত হবে তার একটি সম্ভাব্য পরিমাণ মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর প্রস্ত্ততপূর্বক প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রসত্মাব পেশ করবেন।

(খ) মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের প্রসত্মাব পর্যালোচনার পর যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় সে পরিমাণ অর্থ উপযোজনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণপূর্বক খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর বরাবর অর্থ ছাড় করবে। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর বিদ্যমান সকল বিধি, নীতিমালা অনুসরণ করে ত্রাণের টিন সংগ্রহ করবেন এবং বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।
(গ) কেন্দ্রীয়ভাবে সংগৃহীত টিন মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবরে থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দ দেবেন। জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে প্রকৃত দুঃস্থদের/আবেদনকারীদের মধ্যে টিন বিতরণ করে মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন।
(ঘ) মহাপরিচালকের নিকট হতে প্রাপ্ত থোক বরাদ্দ জেলা প্রশাসক জেলাধীন সকল উপজেলার দুঃস্থতা এবং জনসংখ্যা বিবেচনা করে এমনভাবে বিতরণ করবেন যাতে কোন উপজেলা বঞ্চিত না হয়। কোন দুর্যোগকালীন সময়ে অথবা কোন বিশেষ প্রয়োজনে অতিরিক্ত টিনের প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসক অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর বরাবর অনুরোধ জানাবেন।
(ঙ) প্রত্যেক বিভাগীয় কমিশনার তার অধীনস্থ জেলাসমূহে ঢেউটিন বিতরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত তদারকী কর্তৃপক্ষ(Supervisory Authority) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
(চ) মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর কোন বিশেষ প্রয়োজনে যথা-বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে কোন জেলার অনুকূলে বরাদ্দকৃত টিন জেলা হতে প্রত্যাহার করে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত জেলার অনুকূলে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে পুনঃ বরাদ্দ দিতে পারবেন।

৫। উপরোক্ত ১, ২ ও ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবেদন পত্রসমূহে উপসহাপিত তথ্যাদি অসত্য প্রমাণিত হলে জেলা প্রশাসক আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবসহা গ্রহণ করবেন।

৬। মন্ত্রণালয় বিশেষ বিবেচনায় দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা, অসহায় প্রতিবন্ধী অথবা দুঃস্থ কোন ব্যক্তি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রসত্ম কোন শিক্ষা/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মজুদ হতে ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বান্ডিল এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বান্ডিল ঢেউটিন বরাদ্দ করতে পারবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে জেলার অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে ঢেউটিন বরাদ্দ করবেন।

৭। চাকুরীজীবিদের ক্ষেত্রে অফিস প্রধানের সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবরে আবেদন করতে হবে।

৮। ঢেউটিন বরাদ্দের পূর্বে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক উপযুক্ত কর্মকর্তা দ্বারা দরখাস্তের তথ্য-উপাত্তের যথার্থতা যাচাই করবেন। ভুল তথ্য পরিবেশনের কারণে বরাদ্দের পরও জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্টদের অবহিত রেখে বরাদ্দ বাতিল করবেন।

৯। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে ''ক'' ও ''খ'' শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হবে। যাদের বাড়ীঘর/দোকান/ওয়ার্কশপ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা ''ক'' শ্রেণীভুক্ত হবেন এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ''খ'' শ্রেণীভুক্ত হবেন। ''ক'' শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদেরকে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বান্ডিল এবং ''খ'' শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ ২ (দুই) বান্ডিল ঢেউটিন বরাদ্দ করা যাবে।

১০। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তার মজুদ হতে এই নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দ পত্রের বিপরীতে ঢেউটিন সরবরাহ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরে বিতরণ বিবরণী দাখিল করিবেন। বরাদ্দকৃত ঢেউটিন যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা' মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন। বরাদ্দকৃত ঢেউটিনের যে কোন অপচয়, অনিয়ম, রোধে সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক ও মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।

১১। ঢেউটিনের বরাদ্দপত্র জারীর পর ইহার কার্যকারিতা ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। কোন যৌক্তিক কারণে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে বরাদ্দকৃত ঢেউটিন বিতরণ করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর ঢেউটিন বিতরণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করতে পারবে।

১২। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর জেলা প্রশাসকগণের নিকট সরকারী মঞ্জুরী আদেশ জারী করবেন এবং হিসাব সংরক্ষণ করবেন। মঞ্জুরী আদেশের একটি কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

১৩। সরকার পরিস্থিতি বিবেচনায় এই পরিপত্রের যে কোন অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করতে পারবে।

১৪। এই পরিপত্র জারীর প্রেক্ষিতে সাবেক দুর্যোগ ব্যবসহাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে ইতোপূর্বে জারীকৃত পরিপত্রসমূহ বাতিল বলেয়া গণ্য হবে।

(মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ)
যুগ্ম-সচিব (দুঃব্যঃ)।

নং-খাদুব্যম/ত্রাক-৩/৩৭-নীতিমালা/২০০৯/৩২৬/১(৯৪২) তারিখঃ ০৬ আগস্ট, ২০০৯

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হ'লঃ-
(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার ....(সকল)।
৬। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
৮। জেলা প্রশাসক .... (সকল)।
৯। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। মেয়র এর একামন্ত সচিব, ...সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল)।
১৩। মেয়র, পৌরসভা, ... (সকল)।
১৪। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, ...(সকল)।
১৫। যুগ্ম-সচিব(দুঃব্যঃ)/উপ-সচিব (ত্রাক-১/২)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(সায়লা ফারজানা)
সিনিয়র সহকারী সচিব(ত্রাক-৩)।